

আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইমাম আবু হানীফা ও আল-ফিকহুল আকবর

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১১. ৭. ইমাম ইবন আদী (২৭৭-৩৬৫হি)

এ যুগের অন্য প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও শাফিয়ী ফকীহ ইমাম আবু আহমদ আব্দুল্লাহ ইবন আদী (রাহ)। ইমাম আবু হানীফা (রাহ)-এর বিষয়ে তিনি বলেন:

وأبو حنيفة له أحاديث صالحة، وعامة ما يرويه غلط وتصاحيف وزيادات في أسانيدھا ومتونها، وتصاحيف في الرجال، وعامة ما يرويه كذلك، ولم يصح له في جميع ما يرويه إلا بضعة عشر حديثاً، وقد روى من الحديث لعله أرجح من ثلاثمائة حديث من مشاهير وغرائب، وكله على هذه الصورة؛ لأنه ليس هو من أهل الحديث، ولا يحمل على من تكون هذه صورته في الحديث.

“আবু হানীফা কিছু গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই ভুল, বিকৃতি, সনদ বা মতনে সংযোজন, রাবীর নামের পরিবর্তন। তাঁর অধিকাংশ হাদীসই এরূপ। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ১৫-২০টি হাদীস সহীহভাবে বর্ণিত। সম্ভবত তিনি পরিচিত ও অপরিচিত সব মিলিয়ে সর্বমোট তিনশতের মত হাদীস বর্ণনা করেছেন। সবগুলোরই এ অবস্থা; কারণ তিনি মুহাদ্দিস ছিলেন না। আর হাদীস বর্ণনায় যার এ অবস্থা তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।”[1]

পাঠক দেখছেন যে, দুজনের প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে বেজায় ফারাক। এখানে উল্লেখ্য যে, ইবন আদী সাধারণভাবে সুবিবেচক বলে গণ্য এবং তাঁর মতের গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কি এখানে সুবিবেচনার সাথে কথা বলেছেন? প্রসিদ্ধ সৌদি মুহাদ্দিস ও জারহ-তাদীল বিশেষজ্ঞ আলী ইবন নাইফ আশ-শাহুদ ইমাম ইবন আদীর মাযহাবী পক্ষপাতদুষ্ট ও মাযহাবী বিদ্বেষমূলক বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

أو ما قاله في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله... وأبو حنيفة له أحاديث صالحة ... أقول: هذا الكلام غير صحيح، قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ ٥/١٦٧: أبو حنيفة الإمام الأعظم، فقيه العراق ... وكان إماماً ورعاً عالمياً عاملاً، متعبداً، كبير الشأن، لا يقبل جوائز السلطان قال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس، وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ... عن ابن معين قال: لا بأس به ... قال السبكي في طبقات الشافعية ٥/١٥٥: قد عرفنا أن الجارح لا يقبل فيه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معصيته، ومادحوه على زاميه ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة تشهد بأن مثلها حامل على الوقعية فيه من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري في أبي حنيفة، وابن أبي ذئب وغيره في مالك، وابن معين في الشافعي، والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه ... إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه

طاعنون، وهلك فيه هالكون... وترجمه الحافظ ابن حجر في التهذيب ترجمة مطولة ولم يذكر رواية واحدة تطعن في روايته وعدالته، بل أثبت عدالته وثقته... وهذا هو الحق والمذهب الحنفي مملوء بآلاف الأحاديث المستدل بها على الأبواب وهذا يرد على كل من يطعن في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكل جرح لا يستند إلى أسس موضوعية سليمة مرفوض مهما كان قائله إذ لا يعصم عن الخطأ إلا الأنبياء.

“ইবন আদীর পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্যের আরেকটি উদাহরণ ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহর বিষয়ে তাঁর মন্তব্য। তিনি বলেন: “আবু হানীফা কিছু গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই ভুল... গ্রহণযোগ্য নয়।” আমি বলব যে, এ কথাটি সঠিক নয়। ইমাম যাহাবী তায়কিরাতুল হুফায় গ্রন্থের ১/১৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন: আবু হানীফা ইমাম আযম, ইরাকের ফকীহ... তিনি ছিলেন ইমাম, অত্যন্ত পরহেযগার, আলিম, আমলকারী, আবিদ, বড় মর্যাদার অধিকারী। তিনি শাসকদের কোনো হাদীয়া গ্রহণ করতেন না। ইবনুল মুবারাক বলেন: আবু হানীফা মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ। শাফিয়ী বলেন: ফিকহের বিষয়ে মানুষ আবু হানীফার উপর নির্ভরশীল। ... ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন বলেন: তাঁর বিষয়ে আপত্তি নেই। সুবকী ‘তাবাকাতুশ শাফিয়িয়াহ গ্রন্থে ১/১৯০ পৃষ্ঠায় বলেন: আমরা আপনাকে বলেছি যে, জারহ-তাদীল বিশেষজ্ঞ সমালোচক যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও কারণ উল্লেখ করেও কারো ত্রুটি বর্ণনা করেন তাহলেও তার ত্রুটি বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি উক্ত মুহাদ্দিস তাকওয়া ও সততায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তার নিন্দাকারীর চেয়ে প্রশংসাকারী এবং অবমূল্যায়নকারীর চেয়ে মূল্যায়নকারীর সংখ্যা বেশি হয়, যদি অবস্থার আলোকে বুঝা যায় যে, সমালোচক ত্রুটি বর্ণনার ক্ষেত্রে মাযহাবী কোন্দল, বা জাগতিক কোনো প্রতিযোগিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আর এজন্যই আবু হানীফার বিষয়ে সুফইয়ান সাওরীর বক্তব্য, মালিকের বিষয়ে ইবন আবী যিব ও অন্যান্যদের বক্তব্য, শাফিয়ীর বিষয়ে ইবন মায়ীনের বক্তব্য, নাসায়ীর বিষয়ে আহমদ ইবন সালিহের বক্তব্য এবং অনুরূপ সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। ... কারণ এমন কোনো ইমাম বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব নেই যার বিষয়ে অন্য কিছু লোক খারাপ মন্তব্য করেননি বা ধ্বংসাত্মক কথা বলেন নি।’ ... ইবন হাজার তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফার বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি সেখানে তাঁর ত্রুটি বর্ণনামূলক একটি বর্ণনাও সংকলন করেননি; বরং তাঁর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। ... আর এটিই হলো হক্ক বা সত্য। হানাফী মাযহাব হাজার হাজার হাদীস দ্বারা পূর্ণ যেগুলি দ্বারা তাঁরা তাঁদের ফিকহী অধ্যয়নগুলিতে প্রমাণ পেশ করেছেন। যারা ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর মাযহাবের নিন্দা-মন্দ বলেন তাদের সকলের বক্তব্যই এ বিষয়টি খন্ডন ও বাতিল করে দেয়। আর যে সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ সূষ্ঠ ও নিরপেক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল নয় সে সমালোচনা প্রত্যাখ্যাত, এরূপ সমালোচক যত বড় মর্যাদার অধিকারীই হোন না কেন। কারণ নবীগণ ছাড়া কেউই ভুল থেকে মাসুম বা সংরক্ষিত নন।”[2]

আমি ইবন আদীর এ গ্রন্থটির উপরে একটি আরবী প্রবন্ধ লিখেছিলাম, যা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা জার্নালের ২০০১ সালের জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমি দেখেছি যে, ইবন আদী সাধারণভাবে নিরপেক্ষ হলেও মাযহাবী কোন্দলে খুবই প্রভাবিত ছিলেন। ইমাম শাফিয়ীর ঘনিষ্ঠতম উস্তাদ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী ইয়াহইয়ার (১৮৪ হি) আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখি যে, তিনি একজন মুতায়িলী, শীয়া, রাফিয়ী, কাদারী ও জাহমী ছিলেন। সকল মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলেছেন এবং মালিক ইবন আনাস, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, ইবন মায়ীন, আলী ইবনুল মাদীনী ও অন্যান্য অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। কিন্তু ইমাম ইবন আদী বিভিন্ন অজুহাতে তাকে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।[3]

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, তাঁর বংশধর ও অনুসারীদের বিষয়ে তার আক্কেশ খুবই স্পষ্ট।[4] এখানে শুধু ইমাম আবু হানীফার প্রসঙ্গটি সামান্য পর্যালোচনা করব।

আমরা বলেছি যে, মুহাদিসের মূল্যায়নে মুহাদিসগণ আদালতের সাক্ষ্য-প্রমাণ যাচাইয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এখানে মূল বিষয় মুহাদিস বর্ণিত হাদীসগুলোর তুলনামূলক নিরীক্ষা। একজন মুহাদিস বর্ণিত হাদীসগুলো অন্যান্য মুহাদিসের বর্ণনার সাথে তুলনা করার মাধ্যমে মুহাদিসের নির্ভুল হাদীস বর্ণনা শক্তি নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি অন্যান্য মুহাদিসের মত ও উক্ত মুহাদিসের ছাত্রগণের মান লক্ষ্য রাখা হয়। প্রত্যেক মুহাদিসই কিছু ভুল করেন। যদি তুলনায় দেখা যায় যে, একজন মুহাদিস অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মুহাদিসদের বর্ণনার ব্যক্তিক্রম করেন তবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। এরূপ দুর্বলতার পরিমাণ, অনুপাত ও গভীরতার ভিত্তিতে মুহাদিসের গ্রহণযোগ্যতা ও দুর্বলতা নির্ধারিত হয়।

এ মূলনীতির ভিত্তিতেই ইবন আদী তাঁর “আল-কামিল” গ্রন্থে রাবীগণের দুর্বলতা প্রমাণের জন্য প্রত্যেক দুর্বল রাবীর বর্ণিত কিছু দুর্বল হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতা প্রমাণ করতে তিনি তাঁর বর্ণিত ছয়টি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ইবন আদীর দাবি অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা বর্ণিত ৩০০ হাদীসের মধ্যে ২৮০টি ভুল। বাহ্যত এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও নিশ্চিত ভুল এ ছয়টি হাদীসে বিদ্যমান; এজন্যই তাঁর দুর্বলতা প্রমাণে তিনি এগুলো উল্লেখ করেছেন। আমরা এ ছয়টি হাদীস আলোচনা করব।

(ক) ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত প্রথম হাদীস

عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال من صلى خلف امام كان قرآنه له قراءة

“আবু হানীফা থেকে, তিনি মূসা ইবন আবী আয়িশাহ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ থেকে, তিনি জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে, তিনি বলেন: যদি কেউ ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে তাহলে ইমামের কুরআন তিলাওয়াতই তার কিরাআত।

ইবন আদী বলেন, এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ মুহাদিসগণ এ সনদে তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ থেকে “মুরসাল” হিসেবে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তাবিয়ী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন। মাঝে সাহাবী জাবিরের (রা) নাম বলেন নি। শুধু ইমাম আবু হানীফা সাহাবীর নাম বলেছেন। সকল নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীতে এভাবে সনদের মধ্যে সাহাবীর নাম বৃদ্ধি করা প্রমাণ করে যে, তিনি হাদীস সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে পারতেন না। উপরন্তু ইবন আদী পরোক্ষভাবে জালিয়াতির অভিযোগ করে বলেন:

زاد أبو حنيفة في إسناده جابر بن عبد الله ليحتج به في إسقاط الحمد عن المؤمنين... ووافقه الحسن بن عماره وهو أضعف منه

আবু হানীফা সনদের মধ্যে জাবির ইবন আব্দুল্লাহকে সংযোজন করলেন; যেন এদ্বারা তিনি মুক্তাদিদের জন্য

ফাতিহা পাঠ বাদ দিতে পারেন। (সমসাময়িক আরেক প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী ফকীহ, বাগদাদের কাযী ও হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত দুর্বল) হাসান ইবন উমরাহ (১৫৩ হি) তাঁরই মত জাবিরের (রা) নাম উল্লেখ করেছেন, তিনি তো আরো বেশি দুর্বল।”[5]

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(১) মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ বাদ দিতে কি ইমাম আবু হানীফার হাদীসের সনদে বৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন ছিল? হাদীস ও ফিকহে যার ন্যূনতম জ্ঞান আছে তিনি জানেন যে, মুরসাল হাদীস, বিশেষত আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (মৃত্যু ৮০ হি)-এর মত প্রথম যুগের প্রসিদ্ধ তাবিয়ীর মুরসাল হাদীস সকল ফকীহের নিকট দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবু হানীফার যুগে বিষয়টি প্রসিদ্ধ ও ঐকমত্যের বিষয় ছিল।

(২) ইমাম আবু হানীফা এবং অন্যান্য ইমাম কখনোই সকল মাসআলা হাদীস থেকে গ্রহণ করেননি। হাদীসের পাশাপাশি সাহাবী ও তাবিয়ীগণের কর্ম ও ফাতওয়ার উপর তাঁরা নির্ভর করেছেন। মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ না করার বিষয়েও ইমাম আবু হানীফা পূর্ববর্তী কয়েকজন সাহাবী-তাবিয়ীর মতের উপর নির্ভর করেছেন। কাজেই এজন্য মুরসাল হাদীসকে মুত্তাসিল বানানোর কোনো প্রয়োজন তাঁর ছিল না।

(৩) ইমাম আবু হানীফার কয়েকজন ছাত্র হাদীসটির সনদে জাবিরের (রা) নাম বলেছেন, পক্ষান্তরে ইবনুল মুবারাক হাদীসটি তাঁর সূত্রেই মুরসাল হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায় তিনিও হাদীসটি মুরসাল বর্ণনা করতেন।[6] মুত্তাসিল বর্ণনার দোষটি তাঁকে না দিয়ে তাঁর ছাত্রদের দেওয়া যেত। কিন্তু ইবন আদী তাঁকে দোষারোপ করতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন।

(৪) সর্বোপরি হাদীসটি আরো কয়েকজন মুহাদ্দিস সাহাবীর নাম-সহ বর্ণনা করেছেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্যদের উত্তাদ, ৩য় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবন মানী (২৪৪ হি) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বলেন:

أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشَرِيكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً.

“আমাদেরকে ইসহাক আল-আযরাক বলেন, আমাদেরকে সুফইয়ান ও শারীক বলেন, তাঁরা মুসা ইবন আবী আয়িশা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ থেকে, তিনি জাবির থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: যদি কারো ইমাম থাকে তবে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।”

ইসহাক ইবন ইউসূফ আল-আযরাক (১৯৫ হি) বুখারী-মুসলিম স্বীকৃত প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, তিনি হাদীসটি সুফইয়ান ও শারীকের সূত্রে ইমাম জাবিরের (রা) নাম-সহ বর্ণনা করেছেন। তাহলে আবু হানীফা ছাড়াও সুফইয়ান সাওরী ও শারীক এ বর্ণনায় হাদীসটি মুত্তাসিল বর্ণনা করেছেন। এজন্য ইমাম বূসীরী বলেন, হাদীসটির সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ[7]। এছাড়া মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি হাসান ইবন সালিহ থেকে লাইস ইবন আবী সুলাইম ও জাবির আল-জুফী থেকে আবু যুবাইর থেকে জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। জাবির আল-জুফী খুবই দুর্বল রাবী, তবে লাইস ইবন আবী সুলাইম কিছুটা দুর্বল হলেও তাঁর হাদীস ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন।[8] ইবন আবী শাইবা হাদীসটি সহীহ সনদে জাবির আল-জুফীর মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি হাসান

ইবন সালিহ থেকে আবু যুবাইর থেকে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[9]

(খ) ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত দ্বিতীয় হাদীস

عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وفي كل ركعتين تسليم... ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء"،

আবু হানীফা থেকে, তিনি আবু সুফইয়ান থেকে তিনি আবু নাদরাহ থেকে তিনি আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: “পবিত্রতা সালাতের চাবি, তাকবীর তার তাহরীম-শুরু, সালাম তার তাহলীল-শেষ, প্রতি দু রাকাতে সালাম, সূরা ফাতিহা ও তার সাথে কিছু (কুরআন তিলাওয়াত) ছাড়া সালাত বৈধ হবে না।”

ইবন আদী বলেন:

زاد أبو حنيفة في هذا المتن: "وفي كل ركعتين تسليم...."

‘প্রতি দু রাকাতে সালাম’ এ কথাটি আবু হানীফা বাড়িয়েছেন। অর্থাৎ যে সকল নির্ভরযোগ্য রাবী হাদীসটি এ সনদে বর্ণনা করেছেন তাঁদের বর্ণনায় এ বাক্যটি নেই; শুধু আবু হানীফা এ কথাটি বাড়িয়েছেন; এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হাদীসের সনদ বা মতন ঠিকমত মুখস্থ রাখতে পারতেন না, অনেক কিছু বেশি কম করে ফেলতেন।[10]

এখানেও ইবন আদী ভুল তথ্য দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা ছাড়াও অন্যান্য রাবী হাদীসটির মধ্যে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু ইয়াল্লা মাউসিলী আলী ইবন মুসহির থেকে আবু সুফইয়ান থেকে এ সনদে এ বাক্যসহ হাদীসটি সংকলন করেছেন।[11] আলী ইবন মুসহির বুখারী-মুসলিম স্বীকৃত প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবী।[12] এতে প্রমাণ হয় ইমাম আবু হানীফা হাদীসটি খুব ভালভাবেই মুখস্থ রেখেছিলেন।

ইমাম বাইহাকী বলেন:

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ : مَا يَعْنِي فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ؟ قَالَ : يَعْنِي التَّشَهُّدُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ.

“(ইমাম আবু হানীফা থেকে হাদীসটির বর্ণনাকারী) আবু আব্দুর রাহমান বলেন: আমি আবু হানীফাকে প্রশ্ন করলাম: ‘প্রত্যেক দু রাকাতে সালাম’- এ কথার অর্থ কী? তিনি বললেন: তাশাহুদ পাঠ। বাইহাকী বলেন: আলী ইবন মুসহির ও অন্যান্য রাবীও হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন।[13]

(গ) ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত তৃতীয় হাদীস

عن أبي حنيفة: ثنا أبو حجية، عن ابن بريدة عن أبي الأسود الدئلي عن أبي زر عن النبي ﷺ: "إن أحسن ما غيرتم به الشعر الحناء والكتم

আবু হানীফা থেকে, তিনি বলেন: আমাদেরকে আবু হুজাইয়াহ বলেন, তিনি ইবন বুরাইদা থেকে, তিনি আবুল আসওয়াদ দুয়িলী থেকে, তিনি আবু যার গিফারী (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে, তিনি বলেন: তোমাদের চুল (চুলের শুভ্রতা) পরিবর্তনের জন্য যা ব্যবহার কর তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো মেন্দি এবং কাতম।”

ইবন আদী বলেন: “এ হাদীসটি আবু হানীফা থেকে কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন। মুআফী তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন: আবু হানীফা একব্যক্তি থেকে... তিনি আবু বুরাইদা থেকে তিনি আবুল আসওয়াদ থেকে...। হাসান ইবন যিয়াদ, মাক্কী ও ইবন বাযী হাদীসটি নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন: আবু হানীফা আবু হুজিয়া থেকে, তিনি আবুল আসওয়াদ থেকে ..., এ সনদে ইবন বুরাইদার কথা উল্লেখ করেননি। এভাবে এ সনদটি আবু হানীফা থেকে বিভিন্নরূপে বর্ণিত।”[14]

এখানে ইবন আদী প্রমাণ করছেন যে, এ হাদীসটির সনদ ইমাম আবু হানীফা ঠিকমত মুখস্থ রাখতে পারেন নি। যে কারণে একেক ছাত্রকে একেকভাবে বলেছেন।

কোনো হাদীস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা রাবীর দুর্বলতা প্রকাশ করে। তবে এরূপ ভিন্নতার জন্য শিক্ষক বা ছাত্র দায়ী হতে পারে। এছাড়া প্রত্যেক নির্ভরযোগ্য রাবীই এরূপ ব্যতিক্রমের মধ্যে নিপতিত হন। বুখারী সংকলিত একটি হাদীস নিম্নরূপ:

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا اسْتَلَفْتَ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ

“তোমরা কুরআন পাঠ কর যতক্ষণ তোমাদের অন্তরগুলো মিল-মহববতে থাকবে। যখন তোমরা মতভেদ করবে তখন উঠে যাবে।”

ইমাম বুখারী এ হাদীসের সনদ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হাদীসটি সকলেই প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য তাবিয়ী মুহাদ্দিস আবু ইমরান জাওনী আব্দুল মালিক ইবন হাবীব (১২৮ হি) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি কখনো সাহাবী জুনদুব ইবন আব্দুল্লাহ থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস হিসেবে, কখনো জুনদুব (রা)-এর নিজের বক্তব্য হিসেবে এবং কখনো তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনুস সামিতের সূত্রে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে।[15]

ইমাম বুখারী সংকলিত আরেকটি হাদীস নিম্নরূপ:

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بَطَانَتَانِ ، بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ ، وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ

আল্লাহ কোনো নবী প্রেরণ করলে বা কাউকে শাসকের দায়িত্ব প্রদান করলে তার দু প্রকারের পরামর্শক থাকে:

একদল পরামর্শক তাকে ভাল কাজের আদেশ ও উৎসাহ দেয় এবং একদল তাকে খারাপ কাজের আদেশ ও উৎসাহ দেয়।

ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি প্রসিদ্ধ তাব্রী ইমাম ইবন শিহাব যুহরী (১২৫ হি) থেকে তাঁর ছাত্ররা তিনভাবে বর্ণনা করেছেন: (১) ইউনুস ইবন শিহাব থেকে আবু সালামাহ থেকে আবু সায়ীদ খুদরী থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর বাণী হিসেবে, (২) শুআইব যুহরী থেকে আবু সালামাহ থেকে আবু সায়ীদ থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে এবং (৩) আওয়াযী ও মুআবিয়া ইবন সালাম যুহরী থেকে আবু সালামাহ থেকে আবু হুরাইরা থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর বাণী হিসেবে। [16]

(ঘ) ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত চতুর্থ হাদীস

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عُلُقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ (بريدة بن الحبيب) أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ.

“আবু হানীফা আলকামা ইবন মারসাদ থেকে, তিনি সুলাইমান ইবন বুরাইদাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: কল্যাণ কর্মের নির্দেশক তা পালনকারীর মতই (সাওয়াব পাবেন)।”

ইবন আদী বলেন:

هذا حديث لا وجود لإسناده غير أبي حنيفة... وتابعه حفص بن سليمان روى عن علقمة أحاديث منكر لا يرويه غيره ...

“এ হাদীসটি এ সনদে আলকামা থেকে আবু হানীফা ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি। ... হাফস ইবন সুলাইমানও তাঁরই মত এটি আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফস আলকামার সূত্রে কয়েকটি আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা অন্য কেউ বর্ণনা করেন না। [17]

এ অর্থের হাদীস অন্যান্য সহীহ সনদে আনাস (রা) ও আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এ সনদে হাদীসটি অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। ইমাম আবু হানীফার সূত্রে হাদীসটি ইমাম আহমদ, আবু ইয়ালা মাউসিলী, ইমাম তাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। শাইখ শুআইব আরনাউত বলেন:

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الثقة المشهور فقد روى له الترمذي والنسائي

“হাদীসটির সনদ সহীহ, সনদের রাবীগণ বুখারী-মুসলিমের রাবী, শুধু ইমাম আবু হানীফা ছাড়া। তিনি প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য-বিশ্বস্ত রাবী। তিরমিযী ও নাসায়ী তাঁর বর্ণনা সংকলন করেছেন।” [18]

(ঙ) ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত পঞ্চম হাদীস

أبو حنيفة: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إذا ارتفع النجم ارتفعت العاهة عن أهل كل بلد

“আবু হানীফা: আমাদেরকে আতা ইবন আবী রাবাহ বলেছেন, তিনি আবু হুরাইরা (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে, তিনি বলেন: “যখন সুরাইয়া নক্ষত্রপুঞ্জ (Pleiades) বা সপ্তর্ষিম-ল উর্দ্ধে উঠে তখন সকল জনপদের ফল-ফসলের বিপদ চলে যায়।”

অর্থাৎ গ্রীষ্মের শুরুতে বা মে মাসের মাঝামাঝি যখন আরবে বা হেজাজে সুরাইয়া (Pleiades) নক্ষত্রমণ্ডল (সপ্তর্ষিমণ্ডল) প্রভাতে বা সকালে উদিত হয় তখন গাছের ফল মোটামুটি পরিপক্ব হয়ে যাওয়ায় বড় ধরনের বিপদাপদ কেটে যায়। এখানে মূল শর্ত ফল-ফসলের পরিপক্বতা, নক্ষত্রের উদয় শুধু পরিপক্বতার মৌসুম শুরুর আলামত। এজন্য বিভিন্ন সহীহ হাদীসে সুরাইয়া নক্ষত্র উদয়ের পূর্বে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, পরিপক্বতার আগে ফল বিক্রয় করলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ইবন আদী বলেন:

ولا يحفظ عن عطاء إلا من رواية أبي حنيفة عنه وروى عن عسل عن عطاء مسندا وموقوفا وعسل وأبو حنيفة سيان في الضعف على أن عسل مع ضعفه أحسن ضبطا للحديث منه

“এ হাদীসটি আতা-এর সূত্রে পূর্ণ সনদে আবু হানীফা ছাড়া আর কারো মাধ্যমে জানা যায় না। শুধু (ইমাম আবু হানীফার সমসাময়িক অন্য রাবী) ইসল ইবন সুফইয়ানও হাদীসটি আতা-এর সূত্রে মারফু এবং মাউকুফ দুভাবে বর্ণনা করেছেন। আবু হানীফা ও ইসল উভয়ে দুর্বলতায় সমান; তবে ইসল তার দুর্বলতা সত্ত্বেও হাদীস নির্ভুল বর্ণনায় আবু হানীফার চেয়ে উত্তম।”[19]

এ হাদীসটিকেও ইবন আদী ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করলেন, অথচ তিনিই বলছেন যে, তাঁর চেয়ে শক্তিশালী একজন রাবী হাদীসটি একই সনদে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথা থেকে সুস্পষ্ট যে, এ হাদীসটিকে ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় না। কারণ একাধিক মুহাদ্দিস যখন একই সনদ বা মতন বলেন এবং একজন থেকে অন্যজন গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণ না পাওয়া যায় তখন প্রমাণ হয় যে, এ সনদ বা মতনের একটি ভিত্তি আছে।

উল্লেখ্য যে, ইসলের সনদে হাদীসটি মুসনাদে আহমাদের সংকলিত। ইসলকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল ও ইবন হিব্বান নির্ভরযোগ্য বলেছেন। সমকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শাইখ শুআইব আননাউত হাদীসটিকে “হাসান” বলেছেন।[20] পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফার হাদীসটিকে তিনি সহীহ বলেছেন। তিনি বলেন:

روى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة...يرفعه "إذا طلع النجم ذا صباح..." وإسناده صحيح.

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান কিতাবুল আসারে আবু হানীফা থেকে ... রাসূলুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন: যখন সুরাইয়া নক্ষত্র প্রভাতে বা সকালে উদিত হয় ... ফল-ফসলের বিপদ চলে যায়।” এ হাদীসটির সনদ সহীহ।[21]

(চ) ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতার প্রমাণে পেশকৃত ষষ্ঠ হাদীস

ইবন আদী বলেন,

ثنا عبدان ثنا زيد بن الحريش ثنا أبو همام الأهوازي عن مروان بن سالم عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي ﷺ أكل نبيحة امرأة... لم يروه موصلاً غير أبي حنيفة، زاد فيه علقمة وعبد الله والنبي ﷺ... يرويه منصور، ومغيرة عن إبراهيم قوله

“আমাদেরকে আবদান বলেছেন, আমাদেরকে যাইদ ইবনুল হুরাইশ বলেছেন, আমাদেরকে আবু হাম্মাম বলেছেন, আমাদেরকে মারওয়ান ইবন সালিম বলেছেন, আবু হানীফা থেকে, হাম্মাদ থেকে, ইবরাহীম নাখয়ী থেকে, আলকামা থেকে ইবন মাসউদ থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন মহিলার জবাইকৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করেন।”... এ হাদীসটি এভাবে সনদসহ আবু হানীফা ছাড়া কেউ বলেন নি। তিনি এর সনদে আলকামা, ইবন মাসউদ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর নাম বৃদ্ধি করেছেন। মানসূর ও মুগীরা এটিকে ইবরাহীমের নিজের কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।”[22]

তাহলে এ হাদীসটি অন্যান্য রাবী ইবরাহীম নাখয়ীর নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন, পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবন আদীর মতে এতে প্রমাণ হয় যে, তিনি হাদীসের সনদ-মতন মুখস্থ রাখতে পারতেন না; যে কারণে এভাবে সনদের মধ্যে কমবেশি করতেন।

পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে, উপরে আমি ইবন আদী থেকে ইমাম আবু হানীফা পর্যন্ত সনদ উল্লেখ করেছি, যা অন্যান্য হাদীসের ক্ষেত্রে করি নি। এর কারণ ইমাম আবু হানীফা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন “মারওয়ান ইবন সালিম”। ইবন আদী নিজেই তাঁর এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী।[23] তাহলে এ হাদীসের ক্রটির দায়ভার এ অতি দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবীর উপর না চাপিয়ে ইমাম আবু হানীফার উপরে চাপানোর কারণ কি? অথচ ইবন আদী নিজে অন্যান্য রাবীর ক্ষেত্রে বারংবার বলেছেন, তাঁর হাদীসের মধ্যে যে ভুলভ্রান্তি পাওয়া যায় তা সম্ভবত তার থেকে যারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের কারণে। ইবন আদীর সমালোচনায় এ বিষয়টি ছাড়াও নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(১) ইবন আদী অন্যান্য মুহাদ্দিসের ক্ষেত্রে তাঁর ছাত্রদের বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। কোনো মুহাদ্দিস থেকে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের হাদীস শিক্ষা তাঁর গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ বলে গণ্য করেছেন। এমনকি তার হাদীসের ভুলভ্রান্তি ও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আমরা দেখেছি যে, ইবন মায়ীন ও ইবনুল মাদীনী ইমাম আবু হানীফার গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে এ বিষয়টি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা থেকে শতাধিক মুহাদ্দিস হাদীস শিক্ষা করেছেন যাদের অধিকাংশই ছিলেন সে যুগের তাবি-তাবীয়া পর্যায়ের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস।[24] কিন্তু ইবন আদী তাঁর ক্ষেত্রে এ বিষয়টির মোটেও গুরুত্ব দেন নি।

(২) ইবন আদীর নিরপেক্ষতা ও সুচিন্তিত মতামতের একটি অতি পরিচিত চিত্র যে, তিনি মুহাদ্দিসগণের ভুলভ্রান্তির ওজর পেশ করেছেন। এমনকি অন্যান্য মুহাদ্দিস যাকে দুর্বল বলেছেন, তিনি তার পক্ষে ওয়র পেশ করেছেন। যেমন শারীক ইবন আব্দুল্লাহ নাখয়ী (১৭৮ হি)-কে অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন। ইবন আদী তাঁদের মত উদ্ধৃত করেন এবং শারীকের ভুলত্রটির অনেক নমুনাও উল্লেখ করেন। এরপর বলেন:

والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتى فيه من سوء حفظه، لا أنه يعتمد في الحديث شيئاً مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف

“শারীকের বর্ণিত হাদীসের যে ভুলভ্রান্তি তা তাঁর দুর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে; এমন না যে তিনি ইচ্ছা করে হাদীসের মধ্যে পরিবর্তন করতেন; কাজেই তাঁকে কোনোরূপ দুর্বলতার সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না।[25]

বুখারী-মুসলিম স্বীকৃত প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আক্ষফান ইবন মুসলিম আবু উসমান (২১৯ হি)। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী, তবে কিছু ভুল তাঁর হতো। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁকে দুর্বল বলেছেন। ইবন আদী বলেন:

وعفان أشهر وأوثق وأصدق من أن يقال فيه شيء مما فيه ينسب إلى الضعف.. ولا أعلم لعفان إلا أحاديث..... مراسيل فوصلها، وأحاديث موقوفة فرفعها وهذا مما لا ينتقصه؛ لأن الثقة وإن كان ثقة قد يهمل في الشيء بعد الشيء

“আক্ষফান এমন পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য ও সত্যপরায়ণ যে তাঁকে কোনোরূপ দুর্বলতায় আখ্যায়িত করা যায় না। আমার জানা মতে আক্ষফানের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কিছু মুরাসাল হাদীস রয়েছে যেগুলি তিনি মুত্তাসিল বানিয়ে দিয়েছেন এবং কিছু মাউকুফ (সাহাবীর বক্তব্য) আছে যেগুলিকে তিনি মারফু (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-এর বক্তব্য) বানিয়েছেন। এর কারণে তাঁর মর্যাদা কমে না। কারণ নির্ভরযোগ্য রাবীও মাঝে মাঝে কিছু ভুলভ্রান্তি ও ধারণা-অনুমানের মধ্যে নিপতিত হন।...”[26]

আমরা ইবন আদীর সাথে একমত যে, একজন রাবীকে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ঢালাওভাবে দুর্বল বলা যায় না। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস স্বীকৃত শতশত রাবী রয়েছেন যারা নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিপরীতে মুরসাল হাদীসকে মুত্তাসিল বর্ণনা করেছেন, সনদে বা মতনে কিছু পরিবর্তন করেছেন। এগুলোকে তাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হিসেবে বিবেচনা করে তাদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন ইবন আদীর নিরপেক্ষতা নিয়ে। তিনি বললেন যে, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, অনিচ্ছাকৃত ভুল, মুরসালকে মুত্তাসিল বা মাউকুফকে মারফু বানানোর কারণে মুহাদ্দিসকে দুর্বল বলা যায় না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার বিষয়ে তিনি এ মূলনীতি পুরোপুরিই লঙ্ঘন করে শুধু একারণেই তিনি তাঁকে দুর্বল বলেছেন।

আমরা ওজরখাহি বাদ দিয়ে ইমাম আবু হানীফার দুর্বলতা যাচাই করি। উপরের ছয়টি হাদীসের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৫ম হাদীস কোনো অবস্থাতেই তাঁর দুর্বলতার প্রমাণ নয়; বরং তাঁর গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। কারণ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবী- ইবন আদীর ভাষায় আবু হানীফার চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য রাবী- তাঁর মতই বর্ণনা করেছেন। ৬ষ্ঠ হাদীসটিও কোনোভাবেই তাঁর দুর্বলতার প্রমাণ নয়; কারণ এ হাদীসটি তাঁর নামে প্রচার করেছে

একজন পরিত্যক্ত রাবী। তৃতীয় হাদীসটির সনদ তাঁর ছাত্ররা বিভিন্নভাবে বলেছেন। এর জন্য তিনি বা তাঁর ছাত্ররা দায়ী হতে পারেন। আমরা দেখলাম যে, বুখারী সংকলিত হাদীসেও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো এরূপ করেছেন।

৪র্থ হাদীসটি তাঁর চেয়ে শক্তিশালী কেউ বর্ণনা করেননি। আর কোনো মুহাদ্দিসের ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভুল বর্ণনা করেন, তাহলে যে হাদীসগুলো তিনি একক বর্ণনা করেন সেগুলোও সহীহ বলে গণ্য হয়। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সকল গ্রন্থে এরূপ অনেক সহীহ “গরীব” হাদীস বিদ্যমান। এজন্য অন্যান্য হাদীসে তাঁর দুর্বলতা প্রমাণিত না হলে এ হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আমরা শাইখ আরনাউতের মন্তব্যে তা দেখেছি।

ইমাম ইবন আদীর দাবি অনুসারে ইমাম আবু হানীফা ৩০০ হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলির মধ্যে ২৮০টিতে ভুল করেছেন এবং সে ভুল প্রমাণ করতে তিনি তাঁর বর্ণিত সবচেয়ে মারাত্মক ভুলের ছয়টি প্রমাণ পেশ করেছেন। আমরা দেখলাম এগুলোর ৪টিই বাতিল প্রমাণ, বাকি দুটোও নিরৈট প্রমাণ নয়। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাকী ২৭৬টি ভুল হাদীসের অবস্থাও এর থেকে ভিন্ন হবে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফাকে যারা দুর্বল বলেছেন তাঁরা মূলত উপরের ছয়টি হাদীসের কয়েকটি বা সবকয়টি উল্লেখ করেছেন। আর এগুলোর অবস্থা আমরা দেখছি। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, তৃতীয় শতক ও পরবর্তী শতকগুলোতে যারা তাঁকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল বলেছেন তাঁরা ইনসাফ করেননি।

ফুটনোট

- [1] ইবন আদী, আল-কামিল (শামিলা: দারুল ফিকর) ৭/১২ (মুদ্রিত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া-৯৭) ৮/২৪৬।
- [2] আলী নাইফ আশ-শাহহূদ, আল-খুলাসাতু ফী ইলমিল জারহ ওয়াত তাদীল, পৃ. ৩১২-৩১৩।
- [3] ইবন আদী, আল-কামিল (মুদ্রিত) ১/৩৫৩-৩৫৭; যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ১/৫৭-৬১; ইবন হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ১/১৪৩-১৪৪; তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৯৩, নং ২৪১।
- [4] জার্নাল অব দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ (পার্ট-এ), ভলিউম ৯, নং ২, জুন ২০০১, পৃ ২১৫-২৫২।
আর্টিকেলটি অনলাইনে দেখতে ভিষিট করুন: www.assunnahtrust.com
- [5] ইবন আদী, আল-কামিল (শামিলা) ৭/১০; (মুদ্রিত) ৮/২৪৩।
- [6] আবু ইউসূফ, কিতাবুল আসার, পৃ. ১১৯; বাইহাকী, মারিফাতুস সুনান ৩/১৩০।
- [7] বৃসীরী, ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ ২/৮০। আরো দেখুন: আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/২৭২-২৭৩।

- [8] ইবনুল আরাবী, আল-মুজাম ৪/২১৭; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/১৫৯।
- [9] ইবন আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ১/৩৭৭ (নং ৩৮২৩); আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/২৬৯-২৭০।
- [10] ইবন আদী, আল-কামিল (শামিলা) ৭/১১-১২ (মুদ্রিত ৮/২৪৩।
- [11] আবু ইয়াল্লা আল-মাউসিলী, মুসনাদ ২/৩৩৬।
- [12] ইবন হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ৪০৫।
- [13] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৩৮০।
- [14] ইবন আদী, আল-কামিল (শামিলা) ৭/১২ (মুদ্রিত) ৮/২৪৫।
- [15] বুখারী (৬৯-কিতাব ফাযয়িলিল কুরআন, ৩৭- ইকরাউল কুরআন..) ৪/১৯২৯ (ভারতীয় ২/৭৫৭)।
- [16] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৩২।
- [17] ইবন আদী, আল-কামিল (শামিলা) ৭/১২; (মুদ্রিত) ৮/২৪৫।
- [18] মুসনাদ আহমদ ইবন হাম্বল, আরনাউতের টীকাসহ ৫/৩৫৭।
- [19] ইবন আদী, আল-কামিল (শামিলা) ৭/১১-১২; (মুদ্রিত) ৮/২৪৫।
- [20] মুসনাদ আহমদ ইবন হাম্বল, আরনাউতের টীকাসহ ২/৩৪১।
- [21] মুসনাদ আহমদ ইবন হাম্বল, আরনাউতের টীকাসহ ২/৪২
- [22] ইবন আদী, আল-কামিল (শামিলা) ৭/১১; (মুদ্রিত) ৮/২৪৪।
- [23] ইবন আদী, আল-কামিল ৬/৩৮৪-৩৮৫ (৮/১১৯-১২১)
- [24] যাহাবী, সিয়রু আলামিন নুবালা ৬/৩৯৩-৩৯৪, ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/৮৬; ড. মুহাম্মাদ কাসিম আব্দুল হারিসী, মাকানাতু আবী হানীফা, পৃ. ১৫১-১৯০।

[25] ইবন আদী, আল-কামিল ৪/২২ (৫/৩৫)

[26] ইবন আদী, আল-কামিল ৫/৩৮৪-৩৮৫ (৭/১০৫)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7059>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন